দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

# প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকের ২০ হাজার পদ শূন্য

■ নিজামুল হক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সংকট সহসা মিটছে না। এখনো ২০ হাজার ৫১৬টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। অবসরে যাওয়ার কারণে এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। প্রধান শিক্ষকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হাতে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের এখতিয়ার নেই। এখন এ পদে নিয়োগ দেবে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। মামলার কারণে পদোন্নতির মাধ্যমেও শূন্য পদ পূরণ করা যাচ্ছে না। গত বছরের আগস্টে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ৩৪তম বিসিএস থেকে ৮৯৮ জনকে সুপারিশ করেছিল পিএসসি। কিন্তু এখনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি। যদিও অধিদপ্তর বলছে, আগামী দুই মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে।

**৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ৮৯৮ জনকে দুই মাসের মধ্যে নিয়োগ : অধিদপ্তর**

প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্কুলগুলো যথাযথভাবে চলছে না। নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যত কোনো পদক্ষেপও নেই স্কুলগুলোতে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে তাকে প্রশাসনিক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। এতে স্কুলগুলোতে নানামুখী সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে, পদোন্নতিসংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে শূন্য আসনের ৩৫ শতাংশ নিয়োগের বিধান রয়েছে। বাকি ৬৫ শতাংশ শূন্য পদে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। এর আগে পদটি তৃতীয় শ্রেণি থাকার সময় সরাসরি নিয়োগ দিত অধিদপ্তর। এখন দ্বিতীয় শ্রেণি হওয়ায় নিয়োগ দিতে হবে পিএসসিকে, অধিদপ্তরের এ সুযোগ আর নেই। শূন্য পদের সরাসরি ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ সাত হাজার পদ পূরণ করতে হবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ কে এম সাফায়েত আলম বলেন, বিষয়টি আমরা পিএসসিকে জানিয়েছি। তারাই এখন এ পদে নিয়োগ দেবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

## প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকের

২০ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন, এ নিয়োগ দিতে পিএসসি কত বছর সময় লাগায় তার ওপর নির্ভর করছে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৬৫ শতাংশ নিয়োগ পদোন্নতির মাধ্যমে দেওয়ার জন্য একটি তালিকাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নতুন জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের একটি অংশ এই তালিকার বিরুদ্ধে রিট করলে নিয়োগ আটকে যায়। ফলে সহসা শূন্য পদ পূরণের সুযোগ নেই।

অধিদপ্তরের আইন শাখার কর্মকর্তা আ ব ম আসাদুল আলম বলেন, বিভিন্ন বিষয় এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের সাত হাজার মামলা চলছে।

**৮৯৮ জনকে নিয়োগ দুই মাসের মধ্যে:** পিএসসির সুপারিশকৃত ৮৯৮ জনকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)। সেপ্টেম্বর থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। আর প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগবে দুই মাস। পিএসসির সুপারিশকৃতদের মধ্য থেকে প্রথমবারের মতে ৮৯৮ জনকে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিপিই। উল্লেখ্য, ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ৮৯৮ জনকে গত বছরের ১০ আগস্ট নন-ক্যাডার হিসেবে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করে পিএসসি। ডিপিই মহাপরিচালক ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সারাদেশের শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

| | |
|---|---|
| চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ | |
| চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ | |
| সিস্টেম এনালিষ্ট | |
| সিস্টেম ম্যানেজার | |
| একনিক কর্মকর্তা | |
| পি.এ. | |

কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর